

হাইকোর্ট বিভাগ

(সিভিল রিভিশনাল জুরিসডিকশন)

সিভিল রিভিশন মামলা নং ৪৪০০/২০১৫

মোঃ আহসান উল মনির প্রমুখ

..... আবেদনকারী

-বনাম-

মোঃ ফখরুল ইসলাম ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষ

জনাব মোঃ নুরুল হুদা, অ্যাডভোকেট মো

..... আবেদনকারী পক্ষে

জনাব আব্দুস সালাম মন্ডল, সাথে জনাব
এম এ মুনতাকিম ও জনাব মোহাম্মদ
ওহিদুজ্জামান, অ্যাডভোকেট

..... প্রতিপক্ষ পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ০১.০১.২০২৯ এবং

রায়ের তারিখ: ২০.১১.২০২৩

উপস্থিত:

জনাব বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী

রায়

বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী:

০১. বিজ্ঞ অতিরিক্ত সহকারী জজ এবং পারিবারিক আদালত, ঢাকা এর পারিবারিক মামলা নং ৫৯৭/২০১০ এর বিগত ২৪.১০.২০১৩ তারিখের রায় ও ডিক্রী বহাল রেখে পারিবারিক আপীল নং ১৫/২০১৪-এ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জেলা জজ ও দেউলিয়া আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিগত ০৬.০৯.২০১৫ তারিখের রায় ও ডিক্রী কেন বাতিল হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি এই রুল জারি করা হয়।

০২. ১ নং প্রতিপক্ষ অত্র রুলের দরখাস্তকারীকে বিবাদী করে ঢাকার সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালত, ৬ষ্ঠ আদালতে বাদী হিসেবে পারিবারিক মামলা নং ৫৯৭/২০১০ দায়ের করেন এবং তাকে তার নাবালক সন্তানের অভিভাবক ও হেফাজতকারী নিয়োগের প্রার্থনা করেন।

০৩. উক্ত মামলার বাদীর মামলা সংক্ষেপে এই যে, তিনি ডাঃ তামান্না হক মুনিরাকে রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহ দলিলের মাধ্যমে বিবাহ করেন এবং তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে বিগত ১০.০১.২০০৮ তারিখে তাহমিদ ফয়সাল মেহের নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বাদী যৌথ পরিবারে বসবাস করলেও তার স্ত্রী তাকে আলাদা থাকতে প্ররোচনা দেন যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তার স্ত্রী তার সাথে অশোভন আচরণ শুরু করেন এবং বিগত ২৯.০৮.২০০৯ তারিখে তার স্ত্রী সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। ১ নং বিবাদী বাদীর কাছ থেকে নাবালক ছেলে কেড়ে নেন এবং বাদী ও তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ক ধারার অধীনে ১০০(০৮)/০৯ নং নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা দায়ের করেন, যার ফলশ্রুতিতে পুলিশ দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার অধীনে চার্জশিট দাখিল করে। যেহেতু বিবাদীদের বাড়ীতে বাদীর পুত্রের সার্বিক কল্যাণ, সুস্থতা ও পুষ্টি নিশ্চিত নয়, তাই তার নাবালক ছেলেকে ফেরত পেতে এই মামলা।

৪. ১-৪ নং বিবাদী উক্ত মামলায় প্রতিদ্বন্দিতা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণ এর বক্তব্য স্বীকারপূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে এই বক্তব্য রাখেন যে, বিগত ২৮.০৮.২০০৯ তারিখে বাদী এবং তার পরিবারের সদস্যগণ ডাঃ তামান্নাকে হত্যা করেন এবং তাকে সিলিং এর সাথে ঝুলিয়ে রাখেন। ১২ ঘন্টা পরে তারা তার বাবাকে, যিনি বরিশালে থাকেন, তাকে সংবাদ জানান; যদিও তার বড় ভাই মোহাম্মদপুরে বসবাস করেন। ডাক্তার তামান্নার বড় ভাই পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে বাদীকে অনুপস্থিত পাওয়া যায়। বাদীর বাড়ী হতে যখন ডাক্তার তামান্নার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তখন বাদীর বাবা-মা নাবালক পুত্রকে তার মামার কাছে হস্তান্তর করেন। বাদীর বাসভবনে নাবালক ছেলেটির নিরাপত্তা ও সুস্থতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বিধায় নাবালক ছেলেটির তার নানা- নানীর সাথে থাকা সমীচীন এবং এ কারণে তারা মামলাটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

৫. মামলাটির ইস্যু গঠনের পরে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য হয়। বাদী PW 1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেন এবং লিখিত কাগজপত্র দাখিল করেন যা প্রদর্শনী ১ ও ২ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিবাদীগণ কোনও সাক্ষী পরীক্ষা করেনি, তবে PW 1 কে জেরা করেন। শুনানির পর পারিবারিক আদালত আদেশ দেন যে নাবালকের হেফাজত দেয়ার ক্ষেত্রে নাবালকের সার্বিক কল্যাণ সর্বোচ্চ বিবেচনার বিষয় এবং যেহেতু বাদী, নাবালকের পিতা, একজন চিকিৎসক তাই এটি যৌক্তিক যে তিনি তার নাবালক ছেলের যত্ন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নেবেন। নাবালকের দাদা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং দাদী IFIC ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হওয়ায় তারাও নাবালক সন্তানের যত্ন নিতে পারবেন। বিচারিক আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে ২ নং বিবাদী একজন ছাত্র এবং ৩ নং বিবাদী ও ৪ নং বিবাদী চাকরিজীবী এবং এ কারণে তাদের দ্বারা নাবালকের কল্যাণ সুরক্ষিত হবে না। কিন্তু যদি নাবালক সন্তানটি তার বাবার পরিবারের সাথে থাকে, তবে তার মঞ্জল সর্বোত্তমরূপে সুনিশ্চিত হবে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আরও বলেন যে বাদী কর্তৃক ডাঃ তামান্না হককে হত্যার অভিযোগটি বিচারাধীন বিষয় বিধায় উক্ত বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়।

৬. আপীল আদালত বিচারিক আদালতের পর্যবেক্ষণের সাথে একমত পোষণ করেন এবং উল্লেখ করেন যে আপীল আদালতের সাম্মুখে নাবালক ছেলেটি যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বরং এটি আপীলকারীদের দ্বারা শিথিয়ে দেয়া মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। যার ফলে তার এই বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যায় না।

৭. এই আদালত নাবালক ছেলেটির মানসিক গঠন এবং বুদ্ধিমত্তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাকে এই আদালতে হাজির করার আদেশ প্রদান করেন এবং আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তাতে সম্মতও হন। কিন্তু ইতোমধ্যে নতুন করে আদালত পুনর্গঠিত হওয়ার কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর বিষয়টি আবার শুনানির জন্য ধার্য হবার পর নাবালক ছেলেটিকে আদালতে হাজির করার জন্য আরেকটি তারিখ ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু আবেদনকারী উক্ত তারিখে নাবালক ছেলেটিকে আদালতে হাজির করেননি।

৮. বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব নুরুল হদা, দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করার পর আপোষ বা মধ্যস্থতার জন্য কোনো তারিখ নির্ধারণ করেননি যা পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ এর ১৩ (১) ধারার অধীনে একটি বাধ্যতামূলক বিধান এবং উক্ত কারণে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি আইনের বাধ্যতামূলক বিধান লঙ্ঘনের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় (not maintainable)। তিনি পরবর্তীতে আরও নিবেদন করেন যে নাবালক ছেলেটি দেড় বছর বয়স হতে তার নানা-নানীর সাথে বসবাস করছে এবং নানা-নানীর পাশাপাশি নাবালক ছেলেটির মামা ও মামাতো বোন তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুসারে তার দেখাশোনা করছে এবং সেখানেই নাবালক ছেলেটির কল্যাণ সর্বোত্তমভাবে সুরক্ষিত হবে। এ কারণে বিচারিক আদালত এবং আপীল আদালত উভয়েই নাবালক ছেলেটিকে বাবার হেফাজতে প্রদানের আদেশ প্রদান করে ভুল সংঘটিত করেছে। তিনি পরবর্তীতে নিবেদন করেন যে নাবালক ছেলেটিকে আপীল আদালতে হাজির করা হয়েছিল এবং সেখানে নাবালক ছেলেটি প্রকাশ করেছিলো যে সে তার নানা-নানীর সাথে থাকতে ইচ্ছুক এবং সে বাবার হেফাজতে নিরাপদ থাকবে না। তিনি যুক্তি প্রদানপূর্বক নিবেদন করেন যে নাবালক একটি ছেলের হেফাজত বিবেচনার ক্ষেত্রে উক্ত নাবালকের কল্যাণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই মামলার ক্ষেত্রে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে নাবালক ছেলেটির কল্যাণ সর্বপেক্ষা উত্তমরূপে সুরক্ষিত হবে যদি সে তার নানা-নানীর সাথে থেকে। তিনি আরও যুক্তি প্রদান করেন যে

যদিও বাদী ফৌজদারি মামলায় খালাস পেয়েছে, কিন্তু আবেদনকারী উক্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং সেই কারণে নাবালক ছেলেটিকে তার নানা-নানীর হেফাজতে রাখা উচিত।

৯. বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আবদুস সালাম মন্ডল, জনাব এম এ মুনতাকিম ও মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামানসহ প্রতিপক্ষের আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আবদুস সালাম মন্ডল নিবেদন করেন যে বিচারিক আদালত বিস্তারিত রায়ের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে নাবালক ছেলের হেফাজত তার পিতার কাছেই সর্বোত্তমরূপে সুরক্ষিত হবে, যা আপীল আদালত কর্তৃকও বহাল করা হয়েছে এবং এই কারণে নাবালক ছেলেটির হেফাজত তার নানা-নানীর কাছে হস্তান্তর করা কাম্য নয়। তিনি পরবর্তীতে নিবেদন করেন যে বাদী ঢাকা মেডিকেল কলেজে কর্মরত রয়েছেন এবং তিনি নাবালক সন্তানের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে দ্বিতীয় বিয়ে করেননি এবং নাবালক ছেলেটির হেফাজত তার কাছে রাখা হলে তিনি শিশুটির সর্বোত্তম শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে নাবালক ছেলেটির দাদা-দাদী তাদের চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন, ফলে তারা তার যত্ন নিতে পারেন এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও নাবালক সন্তানটির প্রতি খুব যত্নশীল এবং যে কোনো সহায়তা করতে প্রস্তুত। তিনি পরবর্তীতে নিবেদন করেন যে নাবালক সন্তানের পিতাই নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক এবং এ কারণে অধস্তন আদালতদ্বয় যথাযথভাবে নাবালক ছেলেটির হেফাজত তার বাবার কাছে অর্পণ করেছে। তিনি দাবি করেন যে মূল মামলার বাদীর বিরুদ্ধে আবেদনকারী কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলাটি সত্য নয় মর্মে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিচারিক আদালত তাকে উক্ত অভিযোগের দায় হতে খালাস প্রদান করেছেন। ফলশ্রুতিতে আবেদনকারী যে আশংকার কথা উত্থাপিত করেছে তা আর বিদ্যমান নেই। জনাব আবদুস সালাম মন্ডল আরও নিবেদন করেছেন যে আপীল আদালত কর্তৃক রেকর্ডকৃত নাবালকের সাক্ষ্যের কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই, কারণ তার বয়স তখন সাড়ে ছয় ছিলো, এবং তার উক্ত সাক্ষ্য শিথিয়ে দেয়া, তার নিজ বুদ্ধিপ্রসূত বক্তব্য ছিলো না। তিনি সবশেষে নিবেদন করেন যে আবেদনকারীর মতে নাবালক শিশুটি বরিশালে অধ্যয়নরত এবং সে যষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র, কিন্তু আবেদনকারী তার এই দাবীর সমর্থনে কাগজপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এ কারণে নাবালক ছেলেটির কল্যাণের জন্য তাকে তার পিতার হেফাজতে হস্তান্তর করতে হবে। তার যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ আইনজীবী Nilufar Majid Vs Mokbul Ahmed 1984 BLD 79, Kaymat Ali Sakidar and others Vs Jainuddin Talukdar 14 DLR 657, Md. Abu Baker Siddique Vs S.M.A. Bakar and others 38 DLR AD 106, Major (Retd) Rafiq Hasan Farook Vs Zeenat Rahana and 3 others 4 MLR AD 273 মামলাসমূহের নজির উল্লেখ করেন।

১০. অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর হেফাজতের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে **The Guardian and Wards Act, 1890** এর ১৭ ধারায় শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং মঙ্গল অগ্রগণ্য বিষয় হিসাবে সর্বাগ্রে বিবেচ্য। উক্ত ধারায় বিধৃত হয়েছে যে নাবালকের কল্যাণ বিবেচনায় আদালত নাবালকের বয়স, লিঙ্গ এবং ধর্ম, প্রস্তাবিত অভিভাবকের চরিত্র ও নাবালকের সাথে তার সম্পর্কের নৈকট্য, নাবালকের মৃত পিতা-মাতার ইচ্ছা, যদি থাকে, এবং প্রস্তাবিত অভিভাবকের সাথে নাবালকের বা নাবালকের সম্পত্তির বিদ্যমান বা পূর্ববর্তী সম্পর্ক বিবেচনা করবেন। এছাড়াও শর্ত রয়েছে যে যদি নাবালক একটি নিজস্ব বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত তৈরি করার জন্য যথেষ্ট বয়সী হয়, তাহলে আদালত সেই পছন্দটি বিবেচনায় নিতে পারেন।

১১. বিচারিক আদালত উক্ত মামলার বাদী- বর্তমান প্রতিপক্ষের অনুকূলে নাবালকের হেফাজত মঞ্জুর করে মামলার ডিক্রি প্রদান করার সময় নাবালকের কল্যাণ এবং স্বার্থ বিবেচনা করে এবং সমস্ত ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ করে নাবালকের বাবার কাছে

নাবালকের হেফাজত মঞ্জুর করেন। বাদী নিজেই একজন চিকিৎসক এবং বাদীর বাবা-মা তাদের নিজ নিজ চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের পক্ষে নাবালক ছেলেটির যত্ন নেয়া এবং দেখাশোনা করা সম্ভব, বিচারিক আদালত এ সব বিষয় বিবেচনায় নিয়েছেন। বিচারিক আদালত আরও প্রত্যক্ষ করেছে যে ২ নং বিবাদী একজন ছাত্র এবং ৩ ও ৪ নং বিবাদী তাদের নিজ নিজ চাকুরিতে নিয়োজিত; যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের নিজস্ব দায়িত্বসমূহ পালনে সদা নিয়োজিত থাকবে এবং এ সকল কারণে নাবালক ছেলেটির সর্বোত্তম স্বার্থ এবং মঞ্জুর বাদী এবং বাদীর পিতা-মাতার কাছেই সুরক্ষিত থাকবে।

১২. বিচারিক আদালত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন যে বাদী নিজেই P.W.1 হিসাবে জবানবন্দী প্রদান করেছেন এবং তিনি উপযুক্ত দালিলিক কাগজাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে নাবালক ছেলের হেফাজতের দাবী প্রমাণ করেছেন, যার বিপরীতে বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে দেয়া বক্তব্যের সমর্থনে কোনও সাক্ষীকে পরীক্ষা করেননি। তাই বিবাদীপক্ষ তাদের লিখিত জবাবের বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষীকে পরীক্ষা না করায় তাদের লিখিত বক্তব্য অপ্রমাণিত থেকে যায়।

১৩. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক বনাম এস.এম.এ. বাকের এবং অন্যান্য ৩৮ ডিএলআর এডি ১০৬ মামলায় ইহা ধার্য করা হয় যেঃ

“These decisions, while recognizing the principle of Islamic Law as to who is entitled to the custody of a minor son with reference to his or her age and sex, imultaneously took into consideration the welfare of the minor child in determining the question. Courts in all these case, seem reluctant to give automatic effect to the rules of Hizanat enunciated by Islamic jurists. If circumstances existed which justified the deprivation of a party of the custody of his child to whose custody he was entitled under Muslim Law, courts did not hesitate to do so. It may be argued, as the appellant’s Counsel did, that the welfare of the child would be best served if his custody is given to a person who is entitled to such custody. Nevertheless, Courts power to determine the entitlement of a party to the Hizanat is not limited to mere observance of age rule so as to exclude the consideration of the interest of the child which would, however, depend on the facts and circumstances of a given case.”

১৪. এছাড়া, মোল্লা রচিত মোহামেডান আইনের নীতিমালার ৩৫৭ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, পিতা এবং পৈত্রিকসূত্রে সম্পর্কিত কোনো পুরুষ সাত বছর বয়সী একটি ছেলের হেফাজতে পাওয়ার অধিকারী। বিধানটি নিম্নরূপ:

“The father is entitled to the custody of a boy over seven years of age and of an unmarried girl who has attained puberty. Failing the father, the custody belongs to the paternal relations in the order given in 355 above, and subject to the provision to that section If there be none of these, it is for the Court to appoint a guardian of the person of the minor.”

১৫. বর্তমান মামলাটিতে নাবালক ছেলেটি সাত বছরের বেশি বয়সী এবং এটি ইতোমধ্যে এ বিষয়টি পাওয়া গিয়েছে যে তার সুস্থতা এবং মঞ্জল তার পিতা এবং দাদা-দাদির কাছেই সুরক্ষিত হবে এবং এ কারণে নাবালক ছেলের হেফাজতের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়সমূহ নাবালকের কল্যাণ বা মঞ্জলের অনুকূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

১৬. ফৌজদারি মামলার বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, পারিবারিক মামলা এবং আপিলের শুনানির সময় উক্ত ফৌজদারি মামলাটি চলমান ছিলো এবং অধস্তন উভয় আদালত বিবেচনা করেছিলেন যে যেহেতু ফৌজদারী মামলাটি বিচারাধীন তাই বর্তমান পারিবারিক মামলাটি এর নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে। কিন্তু এই রুলটি চলাকালে ফৌজদারি মামলাটি সেশনস মামলা নং ৯৩৬/২০১২ হিসেবে বিগত ০৩.০৩.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়, যাতে বাদী প্রতিপক্ষ এবং অন্যান্যরা তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগ থেকে খালাস পান এবং ইহা উক্ত রায় ও আদেশের সইমোহরি নকল হতে প্রমাণিত হয় যা কাউন্টার এফিডেভিট (পাস্টা হলফনামা) এর মাধ্যমে অত্র রুলের প্রতিপক্ষ দায়ের করেছেন।

১৭. আরও প্রতীয়মান হয় যে আপীল আদালত নাবালক ছেলেটিকে পরীক্ষা করেছিলো এবং সেখানে সে প্রকাশ করেছিল যে সে তার নানা-নানীর সাথে থাকতে ইচ্ছুক এবং তার বাবার সাথে বসবাস করতে ইচ্ছুক নয়। লক্ষণীয় যে নাবালক ছেলেটিকে পরীক্ষা করার সময় তার বয়স ছিল সাড়ে ছয় বছর এবং বেশ কয়েক বছর ধরে সে তার নানা-নানীর সাথে বসবাস করার পর তাকে আদালতে আনা হয়েছিলো এবং এর ফলে বিষয়গুলো তার মতামতকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য দ্বারা প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত নাও হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে আপীল আদালতের পর্যবেক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিবেচনার বাইরে রাখা সমীচীন হবে না, যেহেতু আপীল আদালত তার আদেশে বলেছিলো যে নিম্ন আদালতের রেকর্ডগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে পারিবারিক আদালত মামলার কয়েকটি শুনানির সময় নাবালক ছেলেটি আদালতে উপস্থিত ছিল, তবে বাবার প্রতি কোনো বিরূপ মনোভব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়নি।

১৮. বিচার-পরবর্তী শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ না করার বিষয়ে এটি প্রতীয়মান হয় যে আপীল আদালত থেকে রেকর্ড প্রেরণের পরে মূল বিচারিক আদালত ১০.১০.২০১৩ তারিখে সাক্ষী পরীক্ষা করার জন্য একটি তারিখ ধার্য করেছিলেন, কিন্তু সেই তারিখে বিবাদী পক্ষ অনুপস্থিত থাকে এবং ফলস্বরূপ আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করে ২৪.১০.২০১৩ তারিখে যুক্তিতর্কের জন্য দিন ধার্য করেন এবং সেই তারিখেও বিবাদী-আবেদনকারীও অনুপস্থিত থাকেন এবং বিচারিক আদালত বাদী-প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানির পর ২৮.১০.২০১৩ তারিখ রায় প্রকাশের জন্য দিন ধার্য করেন এবং উক্ত তারিখে রায় প্রদান করেন। তাই বিচারিক আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণ সমাপ্ত করে যুক্তিতর্কের জন্য দিন ধার্য করে কোনো আইনের ব্যত্যয় ঘটায় নি। এছাড়া, আপিল করার পরও এ বিষয়টি আপিল আদালতে উত্থাপন করা হয়নি।

১৯. দেখা যায় যে বিচারিক আদালত নাবালক ছেলেটিকে তার বাবার হেফাজতে দিয়েছেন যদিও নাবালক ছেলের অভিভাবক নিয়োগের জন্য মামলা দাখলের করা হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু পিতা সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক তাই তাকে **The Guardian and Wards Act, 1890** এর ৭ ধারার অধীনে অভিভাবক হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। বরং তিনি নাবালক শিশুর হেফাজতের জন্য দাবি করতে পারেন যা আদালত মামলার তথ্য-উপাত্ত ও পরিস্থিতি

বিবেচনায় যথাযথভাবে মঞ্জুর করেছেন। বাদীর আরজির বক্তব্য মূলত নাবালক ছেলের হেফাজত চাওয়াকে কেন্দ্র করে এবং অধস্তন আদালতদ্বয় **The Guardian and Wards Act, 1890** এর ২৫ ধারার অধীনে নাবালক ছেলেটিকে যথাযথরূপে বাদীর হেফাজতে প্রদান করেছেন। মিসেস নিলুফার মজিদ বনাম মকবুল আহমেদ ১৯৮৪ বিএলডি এডি ৭৯ ধার্য হয় যেঃ

“Earlier it has been noted that apart from filing a written objection in the case the respondent also filed on 12.05.83 an application u/s 25 of the said act praying that the appellant be directed to return the minor girl Tahsina Yasmin to the custody of the respondent who was all along the custodian of the said minor. The learned District Judge by order No.9 dated 12.05.83 ordered that he said application be kept with the record for the present. While disposing of the case the learned District Judge treated the written objection filed by the respondent to be an application u/s 25 of the said Act. this was not necessary. The respondent had in fact filed a formal application u/s 25 of the said Act for disposal by the Court. The learned District Judge was probably unmindful of this application when he disposed of the case. He had full legal authority to pass an order concerning the custody of the child, as the respondent had already filed a formal application to the effect. The respondent need not have filed any application u/s 7 of the said Act because the father is the natural guardian of the minor child.”

২০. কেয়ামত আলী শিকদার এবং অন্যান্য বনাম জৈনুদ্দিন তালুকদার ১৪ ডিএলআর ৬৫৭ মামলায় এটি ধার্য করা হয় যেঃ

“Mr. M.H. Khondkar, Advocate, appearing on behalf of the respondents, has not directly opposed this contention urged by Mr. Rahman and merely expressed his doubt as to whether such a relief could be granted without amending the plaint suitably. In this connection, he has posted out that the relief that is now being sought is not quite consistent with the case made in the plaint and as such, it may not be according to him permissible to grant the same with the pleading remaining as it is. I am, however, not impressed with this argument inasmuch as in this particular instance the relief in question does not appear to be wholly inconsistent with the pleading and even if that were so, that cannot, I am afraid, stand in the way of a decree being rendered as contended on behalf of the appellants. There can be no dispute that it was perfectly open to the plaintiffs to make a case to the effect that in case they were found not to be holding direct under the landlord and the relief asked for by them on that basis were found untenable, they might be given a declaration of their under-raiyati right in the disputed lands under the contesting defendants to the extent such under-raiyati tenancy was determined. So, the only drawback in this case has been and omission on the

part of the plaintiffs to make such an alternative case and seek such an alternative relief; but this omission can hardly be a sufficient justification for driving the parties to a separate suit for determination of the question that has actually been adjudicated upon and conclusively determined in this suit. In other words, they said omission cannot, in my opinion, operate as a bar to the grant of the relief prayed for on behalf of the appellants before me. ”

২১. রিভিশনাল আদালতকে দেখতে হয় যে বিচারিক আদালত ও আপিল আদালত কোন ভুল সংঘটিতে করেছেন কিনা বা অধস্তন আদালতের সিদ্ধান্ত আইনের ভুল পাঠ বা অপঠনের ফলে কিনা কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবেচনা না করার ফলাফল কিনা। অধস্তন আদালতদ্বয়ের রায়গুলি পর্যবেক্ষণ করলে সেখানে সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনও ভুল পাঠ, অ-পঠন এবং অবিবেচনা পরিলক্ষিত হয় না।

২২. উপরোক্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আমি রুল প্রদানের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না এবং উক্ত কারণে রুলটি বাতিল করা হলো।

২৩. খরচ সংক্রান্ত কোনো আদেশ প্রদান করা হলো না।

২৪. রুল জারি করার সময় মঞ্জুরকৃত স্থগিতাদেশ এতদ্বারা বাতিল ও রিকল করা হলো।

২৫. আবেদনকারীদেরকে রায় প্রদানের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে তাহমিদ ফয়সাল মেহের নামক নাবালক ছেলেটিকে প্রতিপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

২৬. অফিসকে রায়ের কপি যত দূর সম্ভব সংশ্লিষ্ট আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হলো।

দায়বর্জন বিবৃতি (Disclaimer)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।